গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও।

বিজ্ঞপ্তি

০৩/০৭/২০২৩ খ্রিঃ

এতদ্বারা ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজে অধ্যয়নরত স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে আগামী ০৮/০৭/২০২৩ তারিখের মধ্যে কলেজের হিসাব শাখা হতে আবেদন ফরম নিয়ে পূরণ করে জমা করতে হবে।

০৩/৭/২৩

প্রফেসর মোঃ আব্দুল জলিল
অধ্যক্ষ
ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ
ঠাকুরগাঁও।

০৩/৭/২৩

০৩/৭/২৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

বৃত্তির জন্য সুপারিশ প্রদানের নিয়মাবলী

১। **বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি:** বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন কোর্স/প্রোগ্রামে ভর্তিকৃত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীগণ (সকল শিক্ষার্থী) ভর্তি হওয়ার পর থেকে প্রতি শিক্ষাবর্ষে একবার করে এককালীন এই বৃত্তি প্রাপ্ত হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন-এর সপক্ষে প্রমাণকসহ অধ্যক্ষের মাধ্যমে বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত অঙ্গীকারনামা/ঘোষণাপত্র পূরণ করে অধ্যক্ষের প্রত্যয়নসহ আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। বৃত্তির অর্থের পরিমাণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবে।

২। ***আর্থিকভাবে অসচ্ছল অথচ মেধাবী ও প্রান্তিক/সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা :***

ক) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ/ইনস্টিটিউটে স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান), স্নাতক সম্মান (প্রফেশনাল) ও স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নরত **আর্থিকভাবে অসচ্ছল অথচ মেধাবী ও প্রান্তিক/সুবিধাবঞ্চিত** শিক্ষার্থীগণ বৃত্তির আওতায় পরিগণিত হবে।

খ) *সকল ক্ষেত্রে ১ম বর্ষ থেকে পরবর্তী বর্ষ বা বর্ষসমূহে উত্তীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী বর্ষের ফলাফল, ক্লাসে ৭৫% উপস্থিতি এবং মেধাক্রম অনুসারে বৃত্তি প্রদান করা হবে।*

গ) স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে স্নাতক (পাস) অথবা স্নাতক (সম্মান) কোর্সের ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

ঘ) বৃত্তি প্রাপ্তির জন্য প্রতি বর্ষে শিক্ষার্থীর অর্জিত ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ হওয়া আবশ্যক।

ঙ) কলেজের একাডেমিক ও সহপাঠসহ সকল কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণকারী অসচ্ছল অথচ মেধাবী ও প্রান্তিক/সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীগণ কেবল বৃত্তির জন্য বিবেচিত হবে।

৩। **বৃত্তির প্রক্রিয়া ও শর্তাবলী :**

ক) শিক্ষার্থীদের পূর্ববর্তী বর্ষের ফলাফল, মেধাক্রম, ক্লাসে উপস্থিতির হার ও GPA স্পষ্ট উল্লেখপূর্বক সুপারিশ প্রেরণ করতে হবে।

খ) বৃত্তির জন্য সুপারিশকৃত শিক্ষার্থীদের নীতিমালায় বর্ণিত ক্যাটাগরির আলোকে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ প্রত্যয়ন প্রদান করবেন।

গ) বৃত্তির টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর ব্যাংক একাউন্টে সরাসরি প্রেরণ করা হবে। এজন্য শিক্ষার্থীর নাম, অধ্যয়নের বিভাগ/বিষয় শিক্ষাবর্ষ, জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচয়পত্র, ব্যাংক হিসাব নম্বর ও মোবাইল নম্বর সঠিকভাবে প্রদান করতে হবে।

ঘ) বৃত্তির জন্য সুপারিশকৃতদের ক্ষেত্রে তথ্য গোপন, নিয়মের ব্যত্যয়, অসম্পূর্ণ অথবা ভুল তথ্য প্রদান করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঙ) অনিয়মিত শিক্ষার্থীবৃন্দ বৃত্তির আওতাভুক্ত হবে না।

চ) সরকারি, বেসরকারি ও অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা থেকে কোনরূপ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ব্যতীত) এই বৃত্তির আওতাভুক্ত হবে না। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কলেজ অধ্যক্ষ যথাযথভাবে যাচাই করে নিশ্চিত করবেন।

৪। **বৃত্তির পরিমাণ ও সময়সীমা :**

ক) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিটি কলেজের বর্ণিত ক্যাটাগরিভুক্ত সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) জন শিক্ষার্থীকে (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ব্যতীত) বছরে এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হবে।

খ) প্রতিটি কলেজ সকল পর্যায় মিলে বছরে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তির জন্য সুপারিশ করতে পারবেন। *নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির শিক্ষার্থী না পাওয়া গেলে সুপারিশ করা যাবে না।*

গ) বৃত্তির জন্য নির্বাচিত প্রতিজন শিক্ষার্থী বছরে এককালীন কম-বেশী ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হবেন। তবে বৃত্তিখাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের উপর কলেজভিত্তিক বৃত্তি প্রদানের সংখ্যা ও বৃত্তির পরিমাণ কমবেশি হতে পারে।

৫। বৃত্তির জন্য শিক্ষার্থীদের তালিকা চূড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।